MAR. 0 1 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ .....

ভোরের কাগজ

প্রধানমন্ত্রী সমীপেষু

শিক্ষাবোর্ডসমূহের বেহাল অবস্থা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

গত বছর ১৬ ডিসেম্বর এবং এ বছরের ৮ এবং ২০ জানুয়ারি ভোরের কাগজের চিঠি বিভাগে প্রকাশিত পত্র তিনটি থেকে দেশের শিক্ষাবোর্ডসমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বেহাল অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়। শুধু শিক্ষাবোর্ড কেন বহু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা নিয়মবহির্ভূতভাবে আর্থিক সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে দেশের চিনিকলগুলোতে আখ মাড়াই মৌসুমে একজন গাড়ির ড্রাইভারও প্রতিমাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ওভারটাইম পেয়ে থাকেন। গৃহনির্মাণ ও মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য অত্যন্ত স্বল্পসুদে ব্যাংক কর্মচারীরা ঋণ পান। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া থাকলেও এরা সুদ পেয়ে থাকেন ঋণগ্রহণের পূর্বের জমাকৃত টাকার উপর।

সে যাই হোক, শিক্ষক সমাজ, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষাবোর্ডের কাছে জনগণের প্রত্যাশাই হলো দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা। বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা ও গ্রামার বইতে (বোর্ড অনুমোদিত নয়) জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের নাম ছাপানো থাকে, লেখার সঙ্গে তারা যুক্ত থাকুন আর নাই থাকুন। গুণগত মান যাই হোক না কেন বইগুলো স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত করতেই হবে অন্যথায় স্কুল শিক্ষকদের নানা ব্যাপার হয়রানির শিকার হতে হয়। আবার প্রকাশকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে বহু নিম্নমানের বইও স্কুলে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়ে নেন এ সব কর্মকর্তা। এই হলো শিক্ষার অবস্থা। কতোদিন চলবে এই নীরব সন্ত্রাস? শিক্ষাবোর্ডসমূহের বেহাল অবস্থা দেখার যেন কেউ নেই এদেশে। সেখানে নিয়মের ফিরিস্তি দিয়ে মানুষকে হয়রান করাই যেন প্রধান লক্ষ্য। গত বছর বিষয়ের গুচ্ছ বিভ্রাট নিয়ে ঢাকা বোর্ডে কি লঙ্কাকাণ্ডই না ঘটে গেলো। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার আদায়ের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশন-ধর্মঘট এবং পরে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পরাজয় বরনের পর জেদের বশবর্তী হয়ে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ড প্রস্তুতি নিয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকা বোর্ড রণেভঙ্গ করতে বাধ্য হয় এবং অবশেষে ছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

একই অবস্থা ঘটেছে যশোর শিক্ষাবোর্ড, শত শত ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে ঐ গুচ্ছ বিভ্রাট নিয়ে। তাদেরকেও নাকি আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী কি বার বার নির্দেশ দেবেন?

সঠিকভাবে পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ হচ্ছে কি না সেটা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কলেজের। এ জন্য বিবিধ খাতে প্রচুর টাকা আদায় করা হয় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। কলেজের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে পরীক্ষার্থীদের জীবন নষ্ট করা হলো— এ কেমন নিয়ম? ক্যাজুয়াল পরীক্ষার্থীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার বিধান নেই। কিন্তু বোর্ড নিজেই সেই নিয়ম ভঙ্গ করে ক্ষেত্রবিশেষে নকলপ্রবণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বদলি হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেয়— এ অনিয়মের বিচার কে করবে?

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে কর্মরত অবস্থায় দুর্নীতির দায়ে যিনি ওএসডি হন; জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নাম শুনলে যিনি অতীতে ওজু করার নছিহত দিতেন সেই তিনিই বর্তমানে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ অলঙ্কৃত করে রেখেছেন। কর্মদক্ষতার (?) জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়েছিল বহুদিন। অতি শিগগিরই তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পেতে চলেছেন। অতীতে বা বর্তমানে কোনো চেয়ারম্যান একবারো বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ না পেলেও তিনি বহুবার সরকারি খরচে বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বোর্ডের চেয়ারম্যানদের ওপর পরোক্ষভাবে তিনি প্রভাব বিস্তার করে থাকেন মন্ত্রণালয়ের খোঁড়া অজুহাতে। কোনো কলেজের অধ্যক্ষ না হয়েও ইনি চেয়ারম্যান হয়েছেন এটি একটি বিরল ঘটনা। ঢাকাস্থ শিক্ষাবোর্ডে কম্পিউটার কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকায় সেখান থেকেও তিনি অবৈধভাবে প্রচুর আর্থিক সুযোগ সুবিধা লুটিয়ে আদায় করে নিচ্ছেন। ৮ জানুয়ারির পত্রে হাবিবুর রহমান সাহেব এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব সার্বক্ষণিকভাবে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়ে চলাফেরা করেন— কোন অবস্থায় উপনীত হলে শিক্ষককে নিরাপত্তা প্রহরী নিতে হয় সেটা ভেবে দেখতে হবে। এটিও একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে থাকবে। শিক্ষাবোর্ডসমূহে প্রেষণের কর্মকর্তাদের পদায়ন ও প্রত্যাহার নাকি তারই পরামর্শক্রমে হয়ে থাকে। তার লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসে যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেবকে বোর্ড থেকে প্রত্যাহার করে কলেজে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো ক্ষমতাধর ব্যক্তিত্বে তিনি পরিণত হলেন কিভাবে? তার আমেরিকা প্রবাসী ভাই এদেশের জনৈক রাজনৈতিক নেতার সন্তানের আশ্রয়দাতা তার সব ক্ষমতার নিগূঢ় এখানেই। জ্ঞানপাপী সৃষ্ট এহেন নীরব সন্ত্রাস দূর করে সুস্থ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। উপরে বর্ণিত অনিয়মগুলোর প্রতি কেউ কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন?

মোঃ হাবিবুল বাশার
কল্যাণপুর, ঢাকা।